অমুসলিম-কাফির মহিলাদের অনুকরণের প্রবণতা। অনেক মুসলিম মহিলা অমুসলিমদের মত সংক্ষিপ্ত ও পাতলা পোষাক পরিধান করেন এবং তাদের মত ফ্যাশন ও সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে লিপ্ত হন। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

"যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত বলে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ, তাবরানী)

একারণে মুসলিম মহিলাদের জন্য অমুসলিম মহিলাদের মত পোষাক বা সাজ সজ্জা সম্পূর্ণ হারাম। অনুরূপভাবে মুসলিম নামধারী হয়েও যে সকল মহিলা আলাহ্র বিধান অমান্য করেন তাঁদের অনুকরণও হারাম। ছোট মেয়েদের ক্ষেত্রেও এব্যাপারে ঢিলেমি জায়েজ নয়। কারণ তাদেরকে ছোট থেকে অমুসলিমদের বা ইসলাম অমান্যকারীদের অনুকরণ করতে ও তাদের মত পোষাক পরতে অভ্যস্ত করলে তারা বড় হয়ে এর বিপরীত অন্য সব পোষাক ঘৃণা করবে। ফলে সুদুর প্রসারী সামাজিক অবক্ষয় ও সমসস্যা সৃষ্টি হবে।

চতুর্থ মূলনীতিঃ মহিলারা পুরুষদের পোষাক পরবেন না

মুসলিম মহিলার পোষাকের আরেক বৈশিষ্ট হলো পুরুষের ও মেয়েদের পোষাকের ভিন্নতা। পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য হারাম। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম-বলেছেনঃ

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ".

"যে সকল মহিলা পুরুষের অনুকরণ করে এবং যে সকল পুরুষ মহিলাদের অনুকরণ করে তারা মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসনাদে আহমদ ,তারীখে বোখারী)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"যে সকল মহিলা পুরুষদের পোষাক পরে এবং যে সকল পুরুষ মহিলাদের পোষাক পরে তাদেরকে রাসূলুলাহ (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকেম, মুসনাদে আহমদ)

দ্বিতীয়তঃ বহিরাগমণ ও মেলামেশার শালীনতা

আমরা বলেছি যে, ইসলামের হিজাব বা পর্দা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক রয়েছে যা

www.assunnahtrust.com

একে অপরের সম্পূরক এবং সবকিছুর সমন্বয় একটি পূর্ণাঙ্গ পবিত্র, শালীনতাপূর্ণ ও সুরুচিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। আমরা এ পুস্তিকায় শুধু পোষাক ও সামাজিক মেলামেশার বিষয় আলোচনা করব। এতক্ষণ আমরা মুসলিম নারীর পোষাকের বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করেছি। এবার মহিলাদের বহির্গমন ও সামাজিকতার দিকটি আলোচনা করব।

ক) মহিলারা সুগন্ধ মেখে হয়ে বাইরে যাবেন না

মুসলিম মহিলাদের জন্য পোষাকে বা শরীরে সুগন্ধি, সেন্ট বা আতর মেখে বাইরে রেরোনো নিষিদ্ধ। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

"যদি কোন মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে তাহলে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযি, হাকেম, মুসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলেছেনঃ

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

"যখন কোন মহিলা মসজিদে (নামাজের জন্য) যায়, তখন যেন সে তার (শরীরের বা পোষাকের) সুগন্ধি এমনভাবে ধুয়ে ফেলে, যেন সে নাপাকি থেকে গোছল করছে।" (নাসাঈ)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيْباً"

"যদি কোন মহিলা মসজিদে (নামাযে) যাওয়ার জন্য বাহির হয়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" (সহীহ মুসলিম, আবু উওয়ানা)

খ) নারী-পুরুষের একত্র হওয়া বা ভ্রমণ

ইসলামে হিজাব বা পর্দার অর্থ শুধু ঘরের বাইরে যেতে হলে মেয়েদের পুরো শরীর ঢেকে রাখাই নয়। বরং পর্দার অর্থ হলো অবক্ষয় ও কলুষতা প্রসার করতে পারে এমন সকল কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাকা। এজন্য ঘরের মধ্যেও মাহরাম বা নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য সবার থেকে পর্দা করতে হবে, নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সাথে একত্রে একাকী অবস্থান বা চলা ফেলা করা যাবে না। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন

www.assunnahtrust.com

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"মাহরাম নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে একান্তে বা একা থাকবে না, তেমনিভাবে মাহরাম নিকটাত্মীয়ের সঙ্গ ছাড়া কোন মেয়ে একা সফর করবে না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"যখনই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একাকী অবস্থান করে তখনই শয়তান তাদের সঙ্গী হয়।" (তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ)

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

"তোমরা মেয়েদের কাছে যাতায়াত বা মেলামেশা অবশ্যই পরিহার করবে।" আনসারদের মধ্যথেকে একব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূলঃ দেবর-ভাসুর বা শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের জন্য ভাবীর সাথে দেখাসাক্ষাৎ বা মেলামেশার বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "দেবর-ভাসুর মৃত্যু সমতুল্য।" (অর্থাৎ মৃত্যুকে যেভাবে এড়িয়ে চলতে চাও ঠিক সেভাবে এদেরকে এড়িয়ে চলবে। এদের সাথে পর্দার বাইরে দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর।) (তিরমিজী)

এসকল হাদীসের আলোকে স্বামীর ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়, মহিলার নিজের ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, বা এ ধরণের দুরবর্তী আত্মীয়দের থেকে পূর্ণ পর্দা করা, তাদের সাথে একত্রে অবস্থান বা চলা ফেরা না করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারছি। পর্দার এসকল দিকে অবহেলা যেমন আখেরাতে ভয়ানক শাস্তির কারণ, তেমনি পার্থিব জীবনে অবক্ষয়, অবনতি, কলুষতা প্রসারের অন্যতম কারণ। আলাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সকল নির্দেশ পূর্ণভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের পরকালীন মুক্তি ও পার্থিব জীবনের উন্নতি এবং সফলতা।

নারী সমাজের প্রতি পুরুষদের দায়িত্ব

আমরা এতক্ষণে মুসলিম মেয়েদের পোষাক, বহিরাগমন ও সামাজিক চলাফেরা মেলামেশা সম্পর্কে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশাবলী জানতে পারলাম। এ সকল নির্দেশ পালন করা যেমন সকল মুসলিম

www.assunnahtrust.com

নারীর উপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব, তেমনি সমাজের পুরুষদের দায়িত্ব হলো আলাহ্‌র পথে চলতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। বস্তুত: পর্দার বিধান পালন করা যেমন মেয়েদের উপর দায়িত্ব, তেমনি পুরুষদের উপরও দায়িত্ব। উপরন্তু পুরুষদের উপর দায়িত্ব হলো, মেয়েদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। যদি মেয়েরা পর্দা পালন না করেন আর পুরুষেরা চুপ থাকেন তাহলে তাঁরাও সমান পাপী হবেন এবং আলাহ্‌র শাস্তির মুখোমুখি হবেন।

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানব সমাজ। নারীদের সংস্কার ও পবিত্রতা ব্যতিরেকে সামাজিক পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব । আর তাদের পবিত্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে পুরষেরা মেয়েদের মনমানসিকতা ও চালচলন শুধু প্রভাবিতই করে না বরং নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন যগে ও সমাজে পুরুষেরা নিজেদের কামনা ও অভিরুচি চরিতার্থ করতে মেয়েদেরকে শালীনতার বাইরে বেরোতে উৎসাহিত করেছে। ফলে সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে, ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতা।

বস্তুতঃ নারীর প্রতি পুরুষের এ দায়িত্ব এক কঠিন পরীক্ষা। সামাজিক পবিত্রতা ও মানব জাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য যিনি নিজের কামনা-বাসনাকে দুরে ঠেলে দিয়ে নারীজাতিকে শালীনতা ও পবিত্রতার পথে উৎসাহিত করতে পারলেন তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মহানবী- সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম- বলেছেন ঃ

"مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"

"পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোন পরীক্ষা আমি রেখে যাচ্ছি না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ".

"এই দুনিয়া সুন্দর শ্যামল আবাসস্থল, আল্লাহ তোমাদেরকে এখানে স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন, তোমরা কে কি কর্ম কর তা তিনি দেখবেন। অতএব তোমরা পার্থিব জীবনের প্রলোভন থেকে এবং নারীঘটিত প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে; (কারণ এপথেই সমাজের অবক্ষয় নেমে আসে।) যেমন ইহুদীদের মধ্যে প্রথম অশান্তি ও অবক্ষয় এসেছিল নারীঘটিত কারণে।" (সহীহ

মুসলিম, তিরমিজী, আহমদ)

আমাদের সবার উপর দায়িত্ব হলো মেয়েদেরকে পর্দা পালনে উৎসাহিত করা, পর্দাহীনতা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা। পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা বা সেচছাচারিতার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করতে একে অপরকে উপদেশ পরামর্শ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ সবাইকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং কর্ম অনুসারে প্রতিফল প্রদান করবেন।

মুসলমানদের দায়িত্ব যে, তাঁরা নিজেরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশিত পথে চলবেন, উপরন্তু সামজের অন্য সকলকে, বিশেষত নিজেদের অধীনস্থদের আল্লাহর পথে পরিচালিত করবেন। এভাবে আল্লাহর গজব থেকে কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন তাঁরা। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেন:

"إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ"

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোন সময়ে আলাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।" (তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

তিনি আরো বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) إِلَى قَوْلِهِ (فَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

ইসরাঈল সন্তানদের (ইহুদী জাতির) মধ্যে সর্বপ্রথম দুর্বলতা আসলো এভাবে যে, তাদের সমাজের একজন অপরজনকে (অন্যায় কাজে জড়িত) দেখলে বলত: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং যা করছেন তা পরিত্যাগ করুন, একাজ আপনার জন্য বৈধ্য নয়। এরপর পরদিন তাকে দেখত, তার (খারাপ লোকটির) অন্যায় তাকে

www.assunnahtrust.com

(ভাল বা সৎ লোকটিকে) তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে বাধা দিত না। অন্যায়ে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে তার সাথে একত্রে উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিকতা করত। যখন তারা এরূপ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাদের সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করে দেন, তাদের মধ্যে বিভেদ, কলহ ও বৈরীতা সৃষ্টি করে দেন।"

একথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন: "ইসরাঈল সন্তানদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল, একারণে যে তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচরণ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮-৭৯ আয়াত)

আয়াত পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বলেন: "মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাতধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং তাকে ন্যয় ও সত্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" (তিরমিজী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরো বলেছেন:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ"

"যার হাতে আমার জীবন সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, তা নাহলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, যে শাস্তি ভাল-মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করবে, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না, তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।" (তিরমিজী)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"

www.assunnahtrust.com

"তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, আলেমগণ, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণ ও সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দায়িত্ব এসকল বিষয়ে অন্যদের চেয়ে বেশী, তাদের জন্য আশংকাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন না করে নিশ্চুপ থাকেন তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব। বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। মেয়েদের অভিভাবকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। তাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করতে হবে। যারা এবিষয়ে ঢিলেমি করেন তাদের সাথেও কড়াকড়ি করতে হবে। রাসূলুলাহ (ﷺ) বলেছেন:

"مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ".

"আল্লাহ আমার আগে যখনই কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর উম্মতদের মধ্য থেকে কিছু লোক তার একনিষ্ঠ সাহায্যকারী ও সঙ্গী হয়েছেন, যারা তার সুন্নাত আঁকড়ে ধরেছেন এবং তার নির্দেশ মত চলেছেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে এমন সব লোক দেখা দেয় যারা মুখে যা বলে কর্মে তা করে না, আর যে সকল কাজ তাদেরকে করতে বলা হয়নি সে সকল কাজ তারা করে। (মুমিনদের দায়িত্ব হলো সর্বশক্তি দিয়ে এধরণের লোকদের প্রতিরোধ করা।) যে ব্যক্তি বাহুবল দিয়ে তাদের সাথে যথাশক্তি বিরোধিতা করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি বাকশক্তি ও বক্তব্যর মাধ্যমে যথাশক্তি এদের বিরোধিতা করবে সেও মুমিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে যথাশক্তি

www.assunnahtrust.com

তাদের বিরোধিতা করবে সেও মুমিন। এর বাইরে আর শরিসার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।)

এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যারা পর্দার ব্যাপারে ঢিলেমি করেন তাদের সাথে কড়াকড়ি করা ও তাদের বির□ দ্ধে যথাসাধ্য শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে সকল মুসলিমকে সে সকল কর্ম করার তৌফিক দান করেন যে সকল কর্মে দেশ, জাতি ও সকল মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও প্রার্থনা কবুলকারী। তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়ক ও অবলম্বন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা,

অনুধাবনের অভাব অথবা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার ফলে আমাদের অনেকের কাছে হয়ত মনে হবে, পর্দা করলে মেয়েদের কষ্ট হয় বা তা একটি বাড়তি বোঝা, অথবা পর্দা হয়ত আধুনিক সভ্যতা বা সভ্য মানসিকতার সাথে খাপ খায় না। অথচ আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ার বিভিন্ন অমুসলিম দেশের অসংখ্য মহিলা প্রতি বৎসর ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং সেচছায় পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা ও সেচছাচারিতা ছেড়ে ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সকল পরিসংখানে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার বেশী। পর্দা যদি বোঝা হবে অথবা আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী হবে তাহলে কেন তাঁরা সেচছায় তা গ্রহণ করছেন?

আসুন আমরা এধরণের একজন মহিলার আকথা পড়ি, সত্যের আহ্বানে যার অন্তর সাড়া দিয়েছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পর্দা করেছেন। ইসলামী হিজাব বা পর্দা সম্পর্কে তাঁর মনের অনুভুতি কি ছিল তা জানার চেষ্টা করি।

www.assunnahtrust.com

একজন জাপানী মহিলার দৃষ্টিতে

পর্দা

লিখেছেনঃ খাওলা নিকীতা

অনুবাদঃ ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

www.assunnahtrust.com

বোন "খাওলা" একজন জাপানী নাগরিক। তিনি বর্তমানে রিয়াদস্থ জাপানী দূতাবাসে কর্মরত তাঁর স্বামীর সাথে রিয়াদে অবস্থান করছেন। গত ২৫/১০/১৯৯৩ তারিখে তিনি সৌদি আরবে আল-কাসিম প্রদেশের কেন্দ্র "বুরাইদা" শহরের ইসলামী কেন্দ্রের মহিলা বিভাগে আসেন এবং ইসলাম ও পর্দা সম্ পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ইংরেজি ভাষায় একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনান। পরে উপস্থিত বোনেদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। তাঁর মূল প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ এখানে পেশ করা হল।

আমার ইসলাম

ফ্রান্সে অবস্থান কালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ জাপানীর ন্যায় আমিও কোন ধর্মের অনুসারী ছিলাম না। ফ্রান্সে আমি ফরাসী সাহিত্যের উপরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লেখাপড়ার জন্য এসেছিলাম। আমার প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ ছিলেন সাঁর্তে, নিৎশে ও কামাস। এদের সবার চিন্তাধারাই নাস্তিকতাভিত্তিক।

ধর্মহীন ও নাস্তিকতা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার অভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজন নয়, শুধুমাত্র জানার আগ্রহই আমাকে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। মৃত্যুর পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা ছিল না, বরং কিভাবে জীবন কাটাব এটাই ছিল আমার আগ্রহের বিষয়।

দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার সময় নষ্ট করে চলেছি, যা করার তা কিছুই করছি না। ঈশ্বরের বা স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা আমার কাছে সমান ছিল। আমি শুধু সত্যকে জানতে চাইছিলাম। যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁর সাথে জীবন যাপন করব, আর যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে না পাই তাহলে নাস্তিকতার জীবন বেছে নেব এটাই আমার উদ্দেশ্য।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি পড়াশুনা করতে থাকি। ইসলাম ধর্মকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। আমি কখনো চিন্তা করিনি যে এটা পড়াশোনার যোগ্য কোন ধর্ম। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইসলাম ধর্ম হল মুর্খ ও সাধারণ মানুষদের একধরণের মূর্তিপূজার ধর্ম। কত অজ্ঞানই না আমি ছিলাম!

আমি কিছু খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। তাদের সাথে আমি বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। বেশ কিছুদিন গত হবার পর আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি এক নতুন সমস্যার মধ্যে পড়লাম, আমি কিছুতেই আমার অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিলাম না, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথায় চেষ্টা, আমি স্রষ্টার অনুপস্থিতিই অনুভব করতে লাগলাম।

তখন আমি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। আশা করছিলাম এ ধর্মের অনুশাসন পালনের এবং যোগাভাসের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব। খৃষ্টানধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মেও আমি অনেক কিছু পেলাম যা সত্য ও সঠিক বলে মনে হল। কিন্তু অনেক বিষয় আমি বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, ঈশ্বর বা স্রষ্টা যদি থাকেন তাহলে তিনি হবেন সকল মানুষের জন্য এবং

www.assunnahtrust.com

সত্য ধর্ম অবশ্যই সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য হবে। আমি বুঝতে পারলাম না, ঈশ্বরকে পেতে হলে কেন মানুষকে স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কোন সমাধানে আসতে পারলো না। এমতাবস্থায় আমি একজন আলজেরীয় মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হলাম। তিনি ফ্রান্সেই জন্মেছেন, সেখানেই বড় হয়েছেন। তিনি নামাজ পড়তেও জানতেন না। তার জীবনযাত্রা ছিল একজন সত্যিকার মুসলিমের জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল খুবই দৃঢ়। তার জ্ঞানহীন বিশ্বাস আমাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলো। আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুরুতেই আমি পবিত্র কুরআনের এক কপি ফরাসী অনুবাদ কিনে আনি। কিন্তু আমি ২ পৃষ্ঠাও পড়তে পারলাম না, কারণ আমার কাছে তা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

আমি একা একা ইসলাম বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম এবং প্যারিস মসজিদে গেলাম, আশা করছিলাম সেখানে কাউকে পাব যিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সেদিন ছিল রবিবার এবং মসজিদে মহিলাদের একটি আলোচনা চলছিল। উপস্থিত বোনেরা আমাকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমার জীবনে এ প্রথম আমি ধর্মপালকারী মুসলিমদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, নিজেকে তাঁদের মধ্যে অনেক সহজ ও আপন বলে অনুভব করতে লাগলাম, অথচ খৃষ্টান বান্ধবীদের মধ্যে সর্বদায় নিজেকে আগন্তুক ও দূরাগত বলে অনুভব করতাম।

প্রত্যেক রবিবারে আমি আলোচনায় উপস্থিত হতে লাগলাম, সাথে সাথে মুসলিম বোনেদের দেওয়া বইপত্র পড়তে লাগলাম। এসকল আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত এবং বইএর প্রতি পৃষ্ঠা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত মনে হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেজদায় রত অবস্থায় আমি স্রষ্টাকে আমার অত্যন্ত কাছে অনুভব করতাম।

আমার পর্দা ঃ

দুবছর আগে যখন ফ্রান্সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি তখন মুসলিম স্কুলছাত্রীদের ওড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা নিয়ে ফরাসীদের বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। অধিকাংশ ফরাসী নাগরিকের ধারণা ছিল, ছাত্রীদের মাথা ঢাকার অনুমতি দান সরকারী স্কুলগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার নীতির বিরোধী। আমি তখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে আমার বুঝতে খুব কষ্ট হত, মুসলিম ছাত্রীদের মাথায় ওড়না বা

www.assunnahtrust.com

স্কার্ফ রাখার মত সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ফরাসীরা এত অস্থির কেন। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, বৃহৎ শহরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আরব দেশগুলো থেকে আসা বহিরাগতদের ব্যাপারে উত্তেজিত ও ায়ূ পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শহরগুলোতে ও স্থুলগুলোতে ইসলামী পোষাক দেখতে আগ্রহী ছিলেন না।

অপরদিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে ইসলামী হিজাব বা পর্দার দিকে ফিরে আসার জোয়ার এসেছে। অনেক আরব বা মুসলিম, এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্য জনগণের কাছে এটা ছিল কল্পনাতীত; কারণ তাদের ধারণা ছিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে পর্দা প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে।

ইসলামী পোষাক ও পর্দা ব্যবহারের আগ্রহ ইসলামী পুর্নজাগরণের একটা অংশ। এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসম হ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট, অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে যে গৌরব বিনষ্ট ও পদদলিত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

জাপানী জনগণের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পুরোপুরি ইসলাম পালন একধরণের পাশ্চাত্য বিরোধিতা ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা, যা মেজি যুগে জাপানীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তখন তারা প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্ শে আসে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও পোষাক পরিচ্ছদের বিরোধিতা করে।

মানুষ সাধারণত ভালমন্দ বিবেচনা না করেই যে কোন নতুন বা অপরিচিত বিষয়ের বিরোধিতা করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজাব বা পর্দা হচ্ছে মেয়েদের নিপীড়নের একটি প্রতীক। তারা মনে করেন, যে সকল মহিলা পর্দা মেনে চলে বা চলতে আগ্রহী তারা মূলত প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করেন। তাদের বিশ্বাস, এ সকল মহিলাদেরকে যদি তাদের ন্যাক্কারজনক অবস্থা সম্ র্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলোন ও স্বাধীন চিন্তার আহ্বান সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তারা পর্দাপ্রথা পরিত্যাগ করবে।

এধরণের উদ্ভট বাজে চিন্তা শুধু তারাই করেন যাদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা তাদের মনমগজ এমনভাবে অধিকার করে নিয়েছে যে তারা ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা বুঝতে একেবারেই অক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের সর্বত্র অগণিত অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছেন, যাদের মধ্যে আমিও রয়েছি। এদ্বারা আমরা ইসলামের

www.assunnahtrust.com

সর্বজনীনতা বুঝতে পারি।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী হিজাব বা পর্দা অমুসলিমদের জন্য একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। পর্দা শুধু নারীর মাথার চুলই ঢেকে রাখে না, উপরন্তু আরো এমন কিছু আবৃত করে রাখে যেখানে তাদের কোন প্রবেশাধিকার নেই, আর এজন্যই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করেন। বস্তুত পর্দার অভ্যন্তরে কি আছে বাইরে থেকে তারা তা মোটেও জানতে পারেন না।

প্যারিসে অবস্থান কালেই ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি হিজাব বা পর্দা মেনে চলতাম।[১] আমি একটা স্কার্ফ দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিতাম। পোষাকের সংগে মিলিয়ে একই রঙের স্কার্ফ ব্যবহার করতাম। হয়ত অনেকে এটাকে নতুন একটা ফ্যাশন ভাবত। বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থানকালে আমি কাল বোরকায় আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখি, এমনকি আমার মুখমন্ডল এবং চোখও।

যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারব কিনা, অথবা পর্দা করতে পারব কিনা তা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। আসলে আমি নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাইনি; কারণ আমার ভয় হত, হয়ত উত্তর হবে না সূচক এবং তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হবে। প্যারিসের মসজিদে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন এক জগতে বাস করেছি যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। নামাজ, পর্দা কিছুই আমি চিনতাম না। আমার জন্য একথা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল যে, আমি নামাজ আদায় করছি বা পর্দা পালন করে চলছি। তবে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা আমার এত গভীর ও প্রবল ছিল যে ইসলাম গ্রহণের পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমি ভাবিনি বস্তুতঃ আমার ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর অলৌকিক দান। আল্লাহ আকবার!

ইসলামী পোষাক বা হিজাবে আমি নিজেকে নতুন ব্যক্তিত্বে অনুভব করলাম। আমি অনুভব করলাম যে আমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়েছি, আমি সংরক্ষিত হয়েছি। আমি অনুভব করতে লাগলাম আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন।

একজন বিদেশিনী হিসাবে অনেক সময় আমি লোকের দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করতাম। হিজাব ব্যবহার এ অবস্থা কেটে গেল। পর্দা আমাকে এ ধরণের

www.assunnahtrust.com

অভদ্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করল।

পর্দার মধ্যে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করতে লাগলাম, কারণ পর্দা শুধু আল্লাহর প্রতি আমার আনুগত্যের প্রতীকই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম নারীদের মাঝে আন্তরিকতায় বাঁধন। পর্দার মাধ্যমে আমরা ইসলাম পালনকারী মহিলারা একে অপরকে চিনতে পারি এবং আন্তরিকতা অনুভব করি। সর্বোপরি, পর্দা আমার চারপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর কথা, আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। পর্দা আমাকে বলে দেয়: "সতর্ক হও! একজন মুসলিম নারীর যোগ্য কর্ম কর।"

একজন পুলিশ যেমন ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় তাঁর দায়িত্ব সর্ম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন, তেমনি পর্দার মধ্যে আমি একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম। আমি যখনই মসজিদে যেতাম তখনই হিজাব ব্যবহার করতাম। এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার, কেউই আমাকে পর্দা করতে চাপ দেয়নি।

ইসলাম গ্রহণের দুই সপ্তাহ পরে আমি আমার এক বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাপানে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, ফ্রান্সে আর ফিরে যাব না। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। উপরন্তু আরবী ভাষা শেখার প্রতি আমি আগ্রহ অনুভব করতে লাগলাম।

মুসলিম পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একাকী জাপানের একটি ছোট্ট শহরে বসবাস করা আমার জন্য একটা বড় ধরণের পরীক্ষা ছিল। তবে এ একাকিত্ব আমার মধ্যে মুসলমানিত্বের অনুভুতি অত্যন্ত প্রখর করে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য শরীর দেখানো পোষাক পরা নিষিদ্ধ, কাজেই আমার আাগের মিনি-স্কার্ট, হাফহাতা ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক পোষাকই আমাকে পরিত্যাগ করতে হল। এছাড়া পাশ্চাত্য ফ্যাশন ইসলামী হিজাব বা পর্দার পরিপন্থী, এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিজের পোষাক নিজেই তৈরি করে নেব। আমার এক পোষাক তৈরিতে অভিজ্ঞ বান্ধবীর সহযোগীতায় আমি দু সপ্তাহের মধ্যে আমার জন্য পোষাক তৈরি করে ফেললাম। পোষাকটি ছিল অনেকটা পাকিস্তানী সেলোয়ার-কামিজের মত। আমার এই অদ্ভুত পোষাক দেখে কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।

জাপানে ফেরার পর ছমাস এভাবে কেটে গেল। কোন মুসলিম দেশে গিয়ে আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্ কের্ পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার মধ্যে খুবই

প্রবল হয়ে উঠল। এ আগ্রহ বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলাম। অবশেষে মিশরের রাজধানী কাইরোতে পাড়ি জমালাম।

কাইরোতে মাত্র একব্যক্তিকেই আমি চিনতাম। আমার এই মেজবানের পরিবারের কেউই ইংরেজি জানত না। আমি একেবারেই পাথারে পড়লাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে মহিলা আমাকে হাত ধরে বাসার ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি কাল কাপড়ে (বোরকায়) তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত সহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। এ ফ্যাশন (বোরকা) এখন আমার অতি পরিচিত এবং বর্তমানে রিয়াদে অবস্থানকালে আমি নিজেও এই পোষাক ব্যবহার করি। কিন্তু কায়রোতে পৌঁছেই এটা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই।

ফ্রান্সে থাকতে একদিন আমি মুসলমানদের একটা বড় ধরণের কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি সর্বপ্রথম এ ধরণের মুখঢাকা কালো পোষাক দেখতে পাই। রং বেরঙের স্বার্ফ ও পোষাক পরা মেয়েদের মাঝে তাঁর পোষাক খুবই বেমানান লাগছিল। আমি ভাবছিলাম, এ মহিলা মূলত আরব ট্রেডিশন ও আচরণের অন্ধ অনুকরণের ফলেই এ রকম পোষাক পরেছেন, ইসলামের সঠিক শিক্ষা তিনি জানতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তখনো আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, মুখ ঢেকে রাখা একটা আরবীয় অভ্যাস ও আচরণ, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাইরোর ঐ মহিলাকে দেখেও আমার অনেকটা অনুরূপ চিন্তাই মনে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, পুরুষদের সাথে সকল প্রকার সংযোগ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা এই মহিলার মধ্যে রয়েছে তা অস্বাভাবিক।

কালো পোষাক পরা বোন আমাকে জানালেন যে, আমার নিজে তৈরি পোষাক বাইরে বেরোনোর উপযোগী নয়। আমি তার কথা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলিম মহিলার পোষাকের যে সকল বৈশিষ্ট থাকা দরকার তা সবই আমার ঐ পোষাকে ছিল।

তবুও আমি ঐ মিশরীয় বোনের মত ম্যাক্সি ধরণের কাল রঙের বড় একটা কাপড় কিনালাম (যা গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে) উপরন্তু একটি কাল খিমার অর্থাৎ বড় ধরণের শরীর জড়ানো চাদরের মত ওড়না কিনলাম যা দিয়ে আমার শরীরের উপরিভাগ, মাথা ও দুবাহু আবৃত করে নিতাম। আমি আমার মুখ ঢাকতেও রাজী ছিলাম, কারণ দেখলাম তাতে বাইরের রাস্তার ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বোনটি জানালেন, মুখ ঢাকার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ধুলো থেকে বাঁচার জন্য মুখ ঢাকা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে মুখ ঢেকে রাখতেন, কারণ

www.assunnahtrust.com

তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

মুখ ঢেকে রাখা যে সকল বোনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল কাইরোতে তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কাইরোর অনেক মানুষ কাল খিমার বা ওড়না[২] দেখলেই বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে উঠতেন। পাশ্চাত্য ধাঁচে জীবনযাপনকারী সাধারণ মিশরীয় যুবকেরা এ সকল খিমারে ঢাকা পর্দানশীন মেয়েদের থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এদেরকে তাঁরা "ভগ্নীগণ" বলে সম্বোধন করতেন। রাস্তাঘাটে বা বাসে উঠলে সাধারণ মানুষেরা এদেরকে বিশেষ সম্মান করতেন ও ভদ্রতা দেখাতেন। এসকল মহিলা রাস্তাঘাটে একে অপরকে দেখলে আন্তরিকতার সাথে সালাম বিনিময় করতেন, তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমি স্কার্টের চেয়ে প্যান্ট বেশি পছন্দ করতাম। কাইরো এসে লম্বা ঢিলেঢালা কালো পোষাক পরতে শুরু করলাম। শীঘ্রই আমি এই পোষাককে পছন্দ করে ফেললাম। এ পোষাক পরে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত মনে হত। মনে হত আমি একজন রাজকন্যা। তাছাড়া এ পোষাকে আমি বেশ আরাম বোধ করতাম যা প্যান্ট পরে কখনো অনুভব করিনি।

খিমার বা ওড়না পরা বোনদেরকে সত্যিই অপূর্ব সন্দর দেখাতো। তাদের চেহারায় এক ধরণের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটে উঠত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম নারী বা পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি ঐ সকল মানুষের মানষিকতা মোটেও বুঝতে পারিনা, যাঁরা ক্যাথলিক সিস্টারদের ঘোমটা দেখলে কিছুই বলেন না, অথচ মুসলিম মহিলাদের ঘোমটা বা পর্দার সমালোচনায় তাঁরা পঞ্চমুখ, কারণ এটা নাকি নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের প্রতীক!

আমার মিশরীয় বোন আমাকে বলেন, আমি যেন জাপানে ফিরে গিয়েও এ পোষাক ব্যবহার করি। এতে আমি অসম্মতি জানাই। আমার ধারণা ছিল, আমি যদি এ ধরণের পোষাক পরে জাপানের রাস্তায় বেরোই তাহলে মানুষ আমাকে অভদ্র ও অস্বাভাবিক ভাববে। পোষাকের কারণে তারা আমর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আমার কোন কথাই তারা শুনবে না। আমার বাইরে দেখেই তারা ইসলামকে

---

২ মিশরের পর্দানশীন মহিলাদের কেউ কেউ নিকাব ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ ঢেকে রাখেন। অন্যান্যরা শুধু খিমার বা শরীর জড়ানো বড় ওড়না ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ খোলা রেখে বাকি সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন। লেখিকা এখানে ও পরবর্তী আলোচনায় এ দুই শ্রেণীর পর্দানশীন মহিলাদেরকে বোঝাচ্ছেন।

www.assunnahtrust.com

প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামের মহান শিক্ষা ও বিধানাবলী জানতে চাইবে না।[৩]

আমার মিশরীয় বোনকে আমি এ যুক্তিই দেখিয়েছিলাম। কিন্তু দুমাসের মধ্যে আমি আমার নতুন পোষাককে ভালবেসে ফেললাম। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, জাপানে গিয়েও আমি এ পোষাকই পরব। এ উদ্দেশ্যে আমি জাপানে ফেরার কয়েকদিন আগে হালকা রঙের ঐ জাতীয় কিছু পোষাক এবং কিছু সাদা খিমার (বড় চাদর জাতীয় ওড়না) তৈরি করলাম। আমার ধারণা ছিল, কালর চেয়ে এগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সাধারণ জাপানীদের দৃষ্টিতে।

আমার সাদা খিমার বা ওড়নার ব্যাপারে জাপানীদের প্রতিক্রিয়া ছিল আমার ধারণার চেয়ে অনেক ভাল। মূলত আমি কোনরকম প্রত্যাখ্যান বা উপহাসের সম্মুখীন হইনি। মনে হচ্ছিল, জাপানীরা আমার পোষাক দেখে আমি কোন ধর্মাবলম্বী তা না বুঝলেও আমার ধর্মানুরাগ বুঝে নিচ্ছিল। একবার আমি শুনলাম, আমার পিছনে এক মেয়ে তার বান্ধবীকে আস্তে আস্তে বলছে, দেখ একজন বৌদ্ধ ধর্মযাযিকা।

একবার ট্রেনে যেতে আমার পাশে বসলেন এক আধবয়সী ভদ্রলোক। কেন আমি এরকম অদ্ভুত ফ্যাশনের পোষাক পরেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমি একজন মুসলিম। ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দেহ ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখে। কারণ তাদের অনাবৃত দেহসুষমা ও সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকর্ষিত করে তুলতে পারে। অনেক পুরুষের

---

[৩] এ ধরনের চিন্তা অনেক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলিমের মনে জাগে। আমরা ভেবে বসি, পর্দা পালন করলে, অথবা দাড়ি রাখলে, অথবা নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়লে অনেকে আমাকে গোঁড়া ভাববে এবং আমার আহ্বাণে ইসলামের পথে এগিয়ে আসবে না। এজন্য আমরা ধর্মের এসকল বিধানকে গুরুত্বপূর্ণ মেনেও অমান্য করতে থাকি। আমরা বুঝতে পারিনা যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা, এর মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন থেকে দুরে সরিয়ে নেয়। মানুষের চিরশত্রু শয়তানের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পথ থেকে দুরে সরিয়ে নেয়া। যখন সে কোন মানুষকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে অক্ষম হয়, তখন সে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব আল্লাহর বিধান পালন থেকে তাকে দুরে রাখতে। এজন্য বিভিন্ন প্ররোচনা সে মানুষের মনে এনে দেয়। সবচে বিপদজনক প্ররোচনা হল মানুষের মনে এ ভাব জাগ্রত করা যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বিধান অমান্য করছি। এতে মানুষ পাপে পতিত হয়, অথচ পুণ্য করছি বলে মনে করে। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের জন্য ধর্মপালন করি। কোন বিষয়কে ধর্মের বিধান বলে জানার পর কারো মুখ চেয়ে তা অমান্য করা অন্যায়। আল্লাহর পথে মানুষদের আহ্বান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব, তবে সেজন্য তাঁর নির্দেশ অমান্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সঠিক ধর্মপালনে যদি কেউ ইসলামকে না বুঝেই প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি নিজেই দায়ী হবেন। যিনি ধর্ম পালন করছেন এবং যিনি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছেন সবাই আল্লাহর সৃষ্টি, মৃত্যুর পরে সবাইকে তাঁর সামনে নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। একজনের ভুল বা অন্যায়ের জন্য অন্য কেউ দায়ী হবেন না।

www.assunnahtrust.com

জন্য এ ধরণের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর। তাই নারীদের উচিৎ নয় দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদেরকে বিরক্ত করা বা সমস্যায় ফেলা।

মনে হল আমার ব্যাখ্যায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত আজকালকার মেয়েদের উত্তেজক ফ্যাশন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর নামার সময় হয়েছিল। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন এবং বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু জানার, কিন্তু সময়ের অভাবে পারলেন না।

গরমকালের রৌদ্রতপ্ত দিনেও আমি পুরো শরীর ঢাকা লম্বা পোষাক পরে এবং "খিমার" দিয়ে মাথা ঢেকে বাইরে যেতাম। এতে আমার আব্বা দুঃখ পেতেন, ভাবতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম রৌদ্রের মধ্যে আমার এ পোষাক খুবই উপযোগী, কারণ এতে মাথা ঘাড় ও গলা সরাসরি রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। উপরন্তু আমার বোনেরা যখন হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করত, তখন ওদের সাদা উরু দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম।

অনেক মহিলা এমন পোষাক পরেন যাতে তাদের বুক ও নিতম্বের আকৃতি পরিস্কার ফুটে উঠে। ইসলাম গ্রহণের আগেও আমি এ ধরণের পোষাক দেখলে অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার মনে হত এমন কিছু অঙ্গ প্রদর্শন করা হচ্ছে যা ঢেকে রাখা উচিত, বের করা উচিত নয়। একজন মেয়ের মনে যদি এসকল পোষাক এ ধরণের অস্বস্তিবোধ এনে দেয় তাহলে একজন পুরুষ এ পোষাক পরা মেয়েদেরকে দেখলে কিভাবে প্রভাবিত হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, শরীরের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক আকৃতি ঢেকে রাখার কি দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আসুন একটু ভেবে দেখি। আজ থেকে ৫০ বৎসর আগে জাপানে মেয়েদের জন্য সুইমিং স্যুট পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা অশ্লীলতা ও অন্যায় বলে মনে করা হত। অথচ আজকাল আমরা বিকিনি পরে সাঁতার কাটতে কোন লজ্জাবোধ করি না। তবে যদি কোন মহিলা জাপানের কোথাও টপলেস প্যান্ট পরে শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে সাঁতার কাটেন তাহলে লোকে তাঁকে নির্লজ্জ বলবে।

আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে যান, দেখতে পাবেন সেখানে সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে টপলেস পরে সানবাধ বা রৌদ্রস্নান করছেন। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যান, সেখানে অনেক সৈকতে নুডিস্ট বা নগ্নবাদীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রানে রত দেখতে

www.assunnahtrust.com

পাবেন।

যদি একটু পিছনে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগের একজন বৃটিশ নাইট তাঁর প্রিয়তমার জুতার দৃশ্যতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, নারীদেহের গোপন অংশ, বা ঢেকে রাখার মত অংশ কি সে ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনশীল।

এখানে আমার প্রশ্ন: আপনি কি একজন নুডিস্ট বা নগ্নবাদী? আপনি কি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চলাফেরা করেন? যদি আপনি নুডিষ্ট না হন তাহলে বলুন, যদি কোন নুডিষ্ট আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন: "কেন আপনি আপনার বুক ও নিতম্ব ঢেকে রাখেন, অথচ মুখ ও হাতের ন্যায় বুক ও নিতম্বও তো শরীরের স্বাভাবিক অংশ?" তাহলে আপনি কি বলবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি ঠিক সেকথাই বলব। আপনি যেমন শরীরের স্বাভাবিক অংশ হওয়া সত্বেও বুক ও নিতম্বকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন, আমরা মুসলিম নারীরা মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া সমস্ত শরীরকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করি, কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এজন্যই আমরা নিকটাত্মীয় (মাহরাম) ছাড়া অন্যান্য পুরুষের থেকে মুখ ও হাত ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখি।

আপনি যদি কোনকিছু লুকিয়ে রাখেন তাহলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। নারীর শরীর আবৃত রাখলে তার আকর্ষণ বেড়ে যায়, এমনকি অন্য নারীর চোখেও তা অধিকতর আকষণীয় হয়ে উঠে। পর্দানশীন বোনেদের কাঁধ ও গলা অপূর্ব সুন্দর দেখায়, কারণ তা সাধারণত আবৃত থাকে।

যখন কোন মানুষ লজ্জার অনুভুতি হারিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তাঘাটে চলতে থাকেন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশাব, পায়খানা ও "প্রেম" করতে থাকেন, তখন তিনি পশুর সমান হয়ে যান, তাঁকে আর কোনভাবেই পশু থেকে পৃথক করা যায় না। আমার ধারণা, লজ্জার অনুভুতি থেকেই মানব সভ্যতার শুরু।

অনেক জাপানী মহিলা শুধু ঘর থেকে বেরোতে হলেই মেক-আপ ও সাজগোজ করেন। ঘরে তাঁদেরকে কেমন দেখাচেছ তা নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ ইসলামের বিধান হল, একজন স্ত্রী বিশেষভাবে স্বামীর জন্য নিজেকে সুন্দরী ও আকর্ষনীয়া করে রাখতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রী মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষনীয় করতে সচেষ্ট হবেন। উপরন্তু লজ্জার সহজাত অনুভুতি এদের সম্পর্ক আরো আনন্দময় ও মনোরম করে তোলে।

আপনারা হয়ত বলবেন, পুরুষদেরকে উত্তেজিত না করার উদ্দেশ্যে আমাদের

www.assunnahtrust.com

মুখ ও হাত ছাড়া বাকী পুরো শরীর ঢেকে রাখাটা বাড়াবাড়ি এবং অতি-সতর্কতা। একজন পুরুষ কি শুধুমাত্র যৌন আগ্রহ নিয়েই একজন নারীর দিকে তাকান?

একথা ঠিক যে সব পুরুষই প্রথমেই যৌন অনুভূতি নিয়ে নারীকে দেখেন না। তবে নারীকে দেখার পর তাঁর পোষাক ও আচরণ থেকে পুরুষের মনে যে আগ্রহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধ করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। এ ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে পুরুষেরা বিশেষভাবে দুর্বল। বর্তমান বিশ্বের অতি আলেচিত ধর্ষণ ও যৌন অত্যাচারের পরিমাণ দেখলেই আমরা একথা বুঝতে পারব।

কেবলমাত্র পুরুষদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে এবং তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়ে আমরা ধর্ষণ ও অত্যাচারের এ সমস্যার সমাধানের আশা করতে পানি না। পর্দা ছাড়া এগুলো রোধের কোন উপায় নেই। একজন পুরুষ নারীর পরিধানের মিনি-স্কার্টের অর্থ এরূপ মনে করতে পারেন: "তুমি চাইলে আমাকে পেতে পার," অপরদিকে ইসলামী হিজাব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়: "আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ।"

কায়রো থেকে জাপানে ফিরে আমি তিন মাস ছিলাম। এরপর আমি আমার স্বামীর সাথে সৌদি আরবে আসি। শুনেছিলাম যে, সৌদি আরবে সব মেয়েকে মুখ ঢাকতে হয়, তাই আমার মুখ ঢাকার জন্য ছোট একটা কাল কাপড় বা নিকাব আমি সাথে করে এনেছিলাম। রিয়াদে পৌঁছে দেখলাম এখানের সব মহিলা মুখ ঢাকেন না। বিদেশী অমুসলিম মহিলারা শুধু দায়সারাভাবে একটা কাল গাউন পিঠের উপর ফেলে রাখেন; মুখ, মাথা কিছুই ঢাকেন না। বিদেশী মুসলিম মহিলারা অনেকেই মুখ খোলা রাখেন। সৌদি মহিলারা সবাই মুখ সহ আপদমস্তক দেহ আবৃত করে চলাফেরা করেন।

রিয়াদে এসে প্রথমবার বাইরে বেরোনোর সময় আমি "নিকাব" দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিই। বেশ ভাল লাগল। আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এতে কোন অসুবিধা বোধ হয় না। বরং আমার মনে হতে লাগল যে, আমি একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি। কোন মূল্যবান শিল্প চুরি করে নিয়ে গোপনে দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি আনন্দ অনুভব করছিলাম আমি। অনুভব করলাম আমার এমন একটা মঙল্যবান সম্পদ রয়েছে যা দেখার অনুমতি নেই সবার জন্য।

রিয়াদের রাস্তায় একজন মোটাসোটা পুরুষ এবং তার সাথে সর্বাঙ্গ কালো বোরকায় আবৃত একজন মহিলাকে দেখে একজন বিদেশী হয়ত ভাববেন যে, এই দম্পতির মধ্যের সম্পর্ক হচ্ছে অত্যাচার ও নিপীড়নের, মহিলাটি অত্যাচারিত এবং

www.assunnahtrust.com

তাঁর স্বামীর দাসীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বোরকাপরা এ সকল মহিলাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদেরকে চাকর বরকন্দাজের প্রহরাধীন সম্রাজ্ঞীর মত ভাবেন।

রিয়াদের প্রথম কয়েক মাস আমি আমার নিকাব বা মুখাবরণ দিয়ে শুধু চোখের নিচের অংশটুকু ঢাকতাম, চোখ ও কপাল খোলা থাকত। শীতের পোষাক বানাতে গিয়ে আমি একটা চোখঢাকা নিকাব বানিয়ে নিলাম। এবার আমার সাজ পুরো হল, আর আমার শান্তি ও তৃপ্তিও পূর্ণতা পেল। এখন আমি ভিড়ের মধ্যেও অস্বস্তি বোধ করিনা। যখন চোখ খোলা রাখতাম তখন মাঝেমাঝে হঠাৎ করে কোন পুরুষের সাথে চোখাচোখি হলে বিব্রত হয়ে পড়তাম। কাল সানগ্লাসের মত চোখ ঢাকা নিকাবের ফলে অপরিচিত পুরুষের অনাহূত চোখাচোখি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

একজন মুসলিম মহিলা তাঁর নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে আবৃত করে রাখেন। অনাত্মীয় পুরুষের দৃষ্টির অধীনস্থ হতে তিনি রাজি নন। তিনি চান না তাদের উপভোগের সামগ্রী হতে। পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্যপন্থী যে সকল মহিলা তাঁদের শরীরকে পুরুষদের সামনে উপভোগের সামগ্রী রূপে তুলে ধরেন তাঁদের প্রতি একজন মুসলিম নারী করুণা বোধ করেন।

বাইরে থেকে হিজাব বা পর্দা দেখে এর ভিতরে কি আছে তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। বাইরে থেকে পর্দা ও পর্দানশীনদের পর্যবেক্ষণ করা, আর পর্দার মধ্যে জীবন কাটান দুটো সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। দুটি বিষয়ের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে সেখানে নিহিত রয়েছে ইসলামকে বোঝার গ্যাপ।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ইসলাম একটি জেলখানা, এখানে কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমরা, যারা এর মধ্যে অবস্থান করছি আমরা এত শান্তি, আনন্দ ও স্বাধীনতা অনুভব করছি যা ইসলাম গ্রহণের আগে কখনোই করিনি। পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা পায়ে ঠেলে আমরা ইসলামকে বেছে নিয়েছি। একথা যদি সত্যি হত যে, ইসলাম মেয়েদেরকে নিপীড়ন করেছে এবং তাদের অধিকার খর্ব করেছে, তাহলে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সহ বিভিন্ন দেশের অগণিত মেয়ে কেন তাদের সকল স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পায়ে ঠেলে ইসলাম গ্রহণ করছে? আমি আশা করি সবাই বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভ্রান্ত পূর্বধারণার কারণে যদি কেউ অন্ধ না হন তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন একজন পর্দানশীন মহিলা কি অপূর্ব সুন্দর। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, দেবীত্বের ও সতীত্বের আভা। আত্মনির্ভরতা ও

www.assunnahtrust.com

আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত তাঁর চেহারা। অত্যাচারের বা নিপীড়নের সামান্যতম কোন চিহ্নই আপনি তাঁর চেহারায় পাবেন না।

এটা জ্বলন্ত সত্য, কিন্তু তারপরও অনেকে তা দেখতে পান না। কেন? সম্ভবত তাঁরা ঐ ধরণের মানুষ যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও, জেনেও অস্বীকার করেন। প্রচলিত প্রথার দাসত্ব, বিদ্বেষ, ভ্রান্তধারণা ও স্বার্থের অন্বেষণ যাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করার এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?

www.assunnahtrust.com